৪৭টি মোবাইল ও ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দিলো পুলিশ

মেহেরপুরে বিভিন্নভাবে হারিয়ে যাওয়া ৪৭ টি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণা করে নেওয়া ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিলো পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার সময় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের সভাকক্ষে এ উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে মালিকদের কাছে উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন ও টাকা হস্তান্তর করেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৪৭ টি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারিত হওয়া ৯ ব্যক্তির মোট ৯৭ হাজার টাকা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্বার করে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। এসব প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উদ্ধার কৃত মোবাইলগুলোর মধ্যে সদর থানার ১৬টি, গাংনী থানার ১১টি ও মুজিবনগর থানার ২০টি ফোন রয়েছে। এ ছাড়া মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানার আওতায় হওয়া মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদেও মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) কামরুল ইসলাম, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ৬ চোরাই মোটরসাইকেলসহ গ্রেপ্তার ২

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ৬টি চোরাই মোটরসাইকেলসহ দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার জামজামি বাজার এলাকায় অভিযান করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের নিকট থেকে দুটি ও তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার ভোরে কুষ্টিয়া জেলার পৌর এলাকার একটি গ্যারেজ থেকে আরো ৪টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার ইবি থানার ঝাউদিয়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সোহেল রানা(২০) ও ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানার তৈলটুপি গ্রামের তাইজান মন্ডলের ছেলে রতন আলী (২০)। দুজনই আন্তঃজেলার মোটরসাইকেল চোরচক্রের সদস্য।
গতকাল শুক্রবার বিকেলে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিং এ তথ্য জানানো হয়। প্রেস ব্রিফিং এর লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ।

বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার জামজামি বাজার এলাকায় পুলিশ অভিযান চালায়। ওই সময় দুটি চোরাই মোটরসাইকেলসহ তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার ভোররাতে কুষ্টিয়া জেলা শহরের পৌর এলাকার পেয়ারা তলার একটি গ্যারেজ থেকে আরো ৪ টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ।

তিনি আরো বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ মোটরসাইকেল চোর চক্রের সদস্য। চক্রের আরও কয়েক সদস্যের নাম জানা গেছে। তাদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালানো হচ্ছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭

মেহেরপুরে পুলিশের ১২ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ১৫১ ধারায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদারস মামলার ৩ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলার ২ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বুধবার দিবাগত রাতে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর সহগলপুরে হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীর উপজেলার সহগলপুরে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ধলা পুলিশ ক্যাম্প।

বুধবার রাতে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম।

বুধবার রাতে সহগলপুরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে সঙ্গিও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের

আটক করা হয়। আটক কৃতরা হলেন,গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আঃ রাজ্জাকের ছেলে রাজীব (২৩) ও আমির আলির ছেলে শাওন (১৯) । তারা দুজনেই চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, প্রকাশ্যে হেরোইন বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করে, দেহ তল্লাশি করে ৪ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম জানান, মাদক বিক্রির সময় হাতে নাতে তাদের আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ২০ গ্রাম হেরোইনসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর শহরের কোর্টপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ২০ গ্রাম হেরোইনসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার সদর থানার ওসি তদন্ত সেলিম জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে এস আই তাওহীদুল ইসলাম, এ এস আই শাকিল খান, এ এস আই মাহবুব আলম, এ এস আই ফেরদৌস অংশ নেন।

আটক আসামীরা হলেন- ভূমি অফিস পাড়ার আমিরুল মীরের ছেলে জনি মীর (৩৪), মীলন মীর এবং নতুন পাড়ার আনারুল ইসলামের ছেলে সাকিব (২৭)। এদের মধ্যে জনির নিকট থেকে ৮ গ্রাম, সাকিবের নিকট থেকে ৬ গ্রাম এবং মিলন মীরের নিকট থেকে ৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ট্যাপেন্টসহ আটক ২

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ এক মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১শ’ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে স্টেশন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় রুবেল হোসেন (২৬) ও লিজা খাতুন (২২) নামের দুই মাদক করবারীকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত রুবেল হোসেন স্টেশনপাড়ার রেজাউল হকের ছেলে ও লিজা খাতুন একই এলাকাররুবেল হোসেনের স্ত্রী।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার মুন্নির চায়ের দোকানের সামনে মাদক বেচাকেনা হচ্ছে বলে পুলিশ গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে। সংবাদের ভিত্তিতে অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথের নির্দেশে এসআই (নিঃ) দেবাশিষ মহলদার সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে রুবেল ও লিজাকে আটক করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ১শ’ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে

গ্রেফতার ১০ আসামি

মেহেরপুরে পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১০ জন আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৭ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামি রয়েছে।

সোমবার (২৮ আগস্ট) দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানাগুলো এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালান।

আজ মঙ্গলবার (২৯ আগস্ট) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মোবাইল চোরকে ধরে পুলিশে দিলো জনতা

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল চত্তর থেকে খলিলুর রহমান
(৪৮) নামের এক মোবাইল চোরকে হাতে নাতে ধরে পুলিশে দিয়েছেন জনতা।

মোবাইল ফোন চোর খলিলুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের ইসলাম খাঁ’র ছেলে।

আজ সোমবার (৩১ জুলাই) সকাল সাড়ে ৮ টার সময় মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল চত্তর থেকে তাকে জনতা ধরে পুলিশে সোপর্দ করেন।

মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তাওহিদ এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, স্থানীয়রা তাকে মোবাইল ফোন চুরির সময় হাতে নাতে ধরে পুলিশে দেন। তাকে মেহেরপুর সদর থানার পেন্ডিং মামলা নং ২১ আসামি দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের মহড়া অনুষ্ঠিত

ঢাকাসহ সারাদেশে বিএনপি ও জামায়াতের নৈরাজ্যে প্রতিহত করতে গাংনী উপজেলা শহরে থানা পুলিশের আয়োজনে সতর্কতামূলক ব্যাপক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৯ জুলাই) বিকেল ৫ টার দিকে গাংনী উপজেলা শহরসহ বিভিন্ন এলাকায় এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্ব পুলিশের একাধিকদলে বিভক্ত হয়ে এই মহড়া দেওয়া হয়।

মহড়াটি গাংনী থানা থেকে শুরু করে বড় বাজার, থেকে বাঁশবাড়িয়া, গাংনী পূর্ব মালশাদহ ও পশ্চিম মালশাদহ হয়ে গাংনী উপজেলা শহরের বিভিন্ন অলি গলিতে দেওয়া হয়। পরে গাংনী বড় বাজার শহীদ রেজাউল চত্তরে এসে জড়ো হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ঢাকাতে বিএনপির মহাসমাবেশ ও আজকের অবস্থান ধর্মঘটের কারনে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভীতি তৈরী হয়েছে। মানুষের মধ্যেকার সেই ভীতি দুর করতেই পুলিশের মহড়ার এই আয়োজন। মানুষকে জানান দেওয়া পুলিশ সব সময় তাদের পাশে আছেন। কোনো রকম ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযান বিভিন্ন মামলার ৩ জন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে চুরির মামলায় ১ আসামি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম মঙ্গলবার দিবাগত রাতভর অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
আজ বুধবার (২৬ জুলাই) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।